চিটফান্ডের দপ্তরে সিবিআই হানা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ শুক্রবার সকালে সিবিআই কলকাতা সহ রাজ্যের ২০টি জায়গায় তল্লাশি চালায়। সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন কলকাতার আমানত গোষ্ঠী নামে একটি চিটফান্ডের দপ্তর, ডিরেক্টরদের বাড়ি ও অন্যান্য কয়েকটি এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে তারা বেশ কিছু নথিপত্র আটক করেছে। সিবিআই জানিয়েছে, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশমতো বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে সেই তদন্তের সূত্রেই তারা এদিন তল্লাশি চালায়। আমানত গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনন্দ চন্দ্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লোককে প্রলোভন দেখিয়ে তিন কোটি টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ওই চিটফান্ড সংস্থার দশজন ডিরেক্টর আলাদাভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলেছিলেন। সুদ সহ ওই টাকা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দেওয়া হবে বলে আমানতকারীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। আমানতকারীরা টাকা ফেরত না পাওয়ায় ওই সংস্থার ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সিবিআই ওই সংস্থার ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে।

সুপারি কিলার দিয়ে খুনের চেষ্টা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ উত্তর ২৪ পরগনার আটপুকুর অঞ্চলে 'সুপারি কিলার' দিয়ে নিজের দাদাকে খুনের চেষ্টা করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আহত ব্যক্তির নাম সমীরণ পাত্র। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম কমলেশ পাত্র। শুক্রবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আহত সমীরণ পাত্র এখন আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গিয়েছে, দাদা সমীরণ পাত্র কিছু কাজ করত না। উপরন্তু মাঝেমধ্যেই সে জুয়া খেলত। এই জুয়া খেলা নিয়ে বাজারে বহু টাকা ঋণ হয়ে যায় তার। পাওনাদাররা টাকার জন্য চাপ দিলে বাবা মহাদেব পাত্র তার বেশ কিছু জমি বিক্রি করে সেই ঋণ শোধ করে দেন। জমি বিক্রি করে দাদার ঋণশোধ করার ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেনি ভাই কমলেশ। দু-সপ্তাহ আগে ঋণের টাকা শোধ করার জন্য ফের জমি বিক্রির চেষ্টা করলে দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল অশান্তি হয়। অভিযোগ, এরপরই দাদাকে খুন করার জন্য ভাড়াটে খুনি নিয়োগ করে ভাই কমলেশ। পরিকল্পনামতো বুধবার মিষ্টির দোকানে যাওয়ার নাম করে সমীরণকে মিনাখাঁ থেকে হাড়োয়ায় নিয়ে যায় কমলেশ। ফেরার পথে বন্দিরাম পাড়া এলাকায় আসতেই সমীরণকে গুলি করে পালিয়ে যায় সুপারি কিলাররা। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল অভিযুক্ত কমলেশ পাত্র। এদিন সকালে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

ছেলের হাতে বাবা খুন বাসন্তীতে

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ বাসন্তী থানার মনসামালি এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে মদ খাওয়া নিয়ে অশান্তির জেরে বাবাকে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। মৃত ব্যক্তির নাম খগেন সর্দার(৫৫)। অভিযুক্ত যুবকের নাম রাজকুমার সর্দার। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, খগেনবাবুর ছেলে রাজকুমার প্রায়দিনই নেশা করে বাড়ি ফিরত। আর সেই নিয়ে প্রায়দিনই ঝামেলা হত তাদের সংসারে। মদ খেয়ে অভিযুক্ত তার বাবা মাকে মারধরও করত বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতেও মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে সে। বাড়ি ফিরেই মায়ের সঙ্গে অশান্তি শুরু করে রাজকুমার। খগেনবাবু তার প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁর উপরও চড়াও হয় ওই যুবক। প্রাণে বাঁচতে ক্লাবের ছেলেদের ডাকতে যান খগেনবাবু। এরপরই অভিযুক্ত যুবক ঘরের জিনিসপত্র ভাঙতে শুরু করে। সেই সময় খগেনবাবু ঘরে এলে গ্যাসের ওভেন দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে রাজকুমার। ঘটনাস্থলেই রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে যান খগেনবাবু। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ হাওড়ার রামরাজাতলা স্টেশনে বৃহস্পতিবার রাতে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। দীর্ঘক্ষণ গুরুতর জখম অবস্থায় রেললাইনেই পড়ে থাকলেও রেল পুলিশ বা নিত্যযাত্রীদের কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাননি। অনেক পরে তাঁর মৃতদেহটি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে রামরাজাতলা স্টেশনে ১ নম্বর লাইন দিয়ে দূরপাল্লার একটি ট্রেন সাঁতরাগাছি কারশেডে যাচ্ছিল। সেই সময় লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন ওই ব্যক্তি। তিনি রেললাইনের উপর ছিটকে পড়েন। অভিযোগ তাঁকে উদ্ধার করার ব্যাপারে কোনো হেলদোল ছিল না রেল পুলিশ ও রেলকর্মীদেরও।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

রামপুরহাট, ১২ জানুয়ারি ঃ বাইকের সঙ্গে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই যুবকের। মৃত দুই যুবকের নাম জগন্নাথ বসাক (২১) ও সুজয় বসাক (২২)। বাড়ি সাঁইথিয়া থানার ভালদা গ্রামে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে কঙ্কালীতলা থেকে একটি বাইকে তিন বন্ধু মিলে ফেরার পথে আমোদপুর–সাঁইথিয়া রাস্তায় বলাইচণ্ডী গ্রামের কাছে একটি লরির সঙ্গে ওই বাইকের সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়।

বিজেপির সংকল্প যাত্রায় হামলা, তুলকালাম

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আজ বিজেপি যুব শাখার জনতা যুব মোর্চা সংকল্প যাত্রা বাইক মিছিল করতে পারেনি। ওই মিছিলকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় মধ্য ও উত্তর কলকাতার একটা বড়ো অংশ। পুলিশ অনুপস্থিত থাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত একদল সমাজবিরোধী বিজেপির যুব কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। এমনকি তারা আদালত নিযুক্ত স্পেশাল অফিসারের গাড়িও ভাঙচুর করে। বাধ্য হয়েই বিজেপি নেতারা বাইক মিছিল স্থগিত ঘোষণা করেন। ক্ষুব্ধ নেতা ও কর্মীরা মেয়ো রোড ও রেড রোডের সংযোগস্থলে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান বিক্ষোভ করেন। কালো কাপড় মুখে বেঁধে অবস্থানে ছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালও। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গতকালই তৃণমূলের গুন্ডারা তাঁর উপর হামলা চালিয়েছে। হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ সদ্য তৃণমূল থেকে আসা বিজেপি নেতা মুকুল রায়। তিনি বলেন, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্বে থাকায় মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। পরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে হামলার বিস্তারিত বিররণ দেন।

এদিকে, আগামী ১৬ জানুয়ারি রাজ্য সরকারের আয়োজনে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসার কথা থাকলেও আসতে পারবেন না কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নীতিন গড়করি। দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকে হামলার খবর পেয়ে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন বলে জানা গিয়েছে।

বাইক মিছিলের উপর হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সংবাদের শিরোনাম পেতেই বিজেপি কর্মীরা তাদের ঝান্ডাকে ডান্ডা বানাবার চেষ্টা করেছিল। তৃণমূলের যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বিজেপির যুবকর্মীরা নিজেরাই বিবেকানন্দের পোস্টার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে দিয়েছে। মন্ত্রী শশী পাঁজার অভিযোগ, বিজেপি স্বামীজিকে তাদের নিজেদের সম্পত্তি মনে করে পকেটে পুরতে চাইছে। এটা বরদাস্ত করা যায় না। এইসব মন্তব্যের জবাবে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, মুসলিম তোষণ করে আজ হঠাৎ যোগী হয়ে উঠেছে তৃণমূল। এখন বিপন্ন হয়েই তারা স্বামীজির শরণাপন্ন হয়েছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, দিঘা থেকে যুব মোর্চার বাইক মিছিল বিভিন্ন জায়গায় বাধা পেয়ে গতকাল মধ্য কলকাতার একটি ধরমশালায় রাত্রিযাপন করে। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি ঘুরে বাইক মিছিলটির শান্তিপুরে যাওয়ার কথা ছিল। বাইক মিছিল দলীয় দপ্তরের দিকে আসার পথে হামলার মুখে পড়ে। তাদের উপর ইট ও বোতল-বৃষ্টি হতে থাকে। বাঁশ এবং লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। ৬টি বাইক ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। অপরদিকে, রাজ্য দপ্তর থেকে আসা মিছিলকেও আক্রমণ করা হয়। দলীয় দপ্তরে ঢুকে হামলা চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ।

অভিযোগ

তৃণমূল আশ্রিত একদল সমাজবিরোধী বিজেপির যুব কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। এমনকি তারা আদালত নিযুক্ত স্পেশাল অফিসারের গাড়িও ভাঙচুর করে।

পাল্টা অভিযোগ

সংবাদের শিরোনাম পেতেই বিজেপি কর্মীরা তাদের ঝান্ডাকে ডান্ডা বানাবার চেষ্টা করেছিল। তৃণমূলের যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বিজেপির যুবকর্মীরা নিজেরাই বিবেকানন্দের পোস্টার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে দিয়েছে।

১৫ জানুয়ারি থেকে বাইক মিছিলের অনুমতি

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ দিনভর গোলমালের পর অবশেষে বিজেপির যুব মোর্চার বাইক মিছিল নিয়ে বিতর্কের মীমাংসা হল আদালতে পৌঁছে। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল অফিসারের গাড়ি ভাঙচুর এবং যুব মোর্চার কর্মীদের মারধর করার পর মামলা ফের আদালতে পৌঁছোয়। কয়েক ঘণ্টার শুনানির শেষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ বাইক মিছিলের নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত পুলিশি বন্দোবস্ত রাখার নির্দেশ দেয়। আগামী ১৫ থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত যুব মোর্চার ওই মিছিল চলবে। যুব মোর্চার নেতাদের সঙ্গে পুলিশ এবং স্পেশাল অফিসার ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আলোচনার মাধ্যমে বাইক মিছিলের রুট চূড়ান্ত হবে।

বিজেপির যুব মোর্চা

শুক্রবার সকাল ১১টায় স্পেশাল অফিসার রবিশংকর দত্তের অনুমতিক্রমে যুব মোর্চার মিছিল শুরু হয়। অভিযোগ, এরপর স্পেশাল অফিসারের গাড়িতে ভাঙচুর করা হয় ও যুব মোর্চার কর্মীদের মারধর করা হয়। যুব মোর্চার তরফে হাইকোর্টে ওই ঘটনার কথা জানান আইনজীবী সপ্তাংশু বসু। পরে স্পেশাল অফিসার আদালতকে জানান, সকাল এগারোটায় মিছিল শুরু হলে তাঁর গাড়ির আগে এবং পরে ছিল পুলিশের গাড়ি। মহম্মদ আলি পার্কের কাছে গাড়ি পৌঁছোতেই ২০–২৫ জন গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ও কাচের বোতল ছুড়তে থাকে। গোলমাল বাড়তে থাকলে তিনি মিছিল বন্ধ রাখতে বলেন। তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত পুলিশের ভিডিয়ো রেকর্ডিং দেখার কথা বলেন। তিনি বলেন, ভিডিয়ো রেকর্ডিং খতিয়ে দেখলে জানা যাবে, স্পেশাল অফিসার মিছিল শুরুর আগে মুকুল রায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। এছাড়া স্পেশাল অফিসার বিজেপির প্রতীক লাগানো গাড়িতেও চড়েছেন। এরপর যুব মোর্চার আইনজীবী সপ্তাংশু বসু বলেন, রাজ্যের পুলিশ মিছিল সামলাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তখন ডিভিশন বেঞ্চ বলেন, পুলিশ যদি মিছিল সামলাতে না পারে, তাহলে আদালতকে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। এরপর কিশোর দত্তের প্রস্তাব মতো আদালত ভিডিয়ো রেকর্ডিং খতিয়ে দেখে এবং ডিভিশন বেঞ্চ বলে, সেখানে কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা চোখে পড়ছে না।

এরপর ভারপ্রাপ্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে হাইকোর্টে ডেকে পাঠানো হয়। ব্যাঙ্কশাল আদালতের ১৬ নম্বর মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ঋষি কুশারি ডিভিশন বেঞ্চকে বলেন, তিনি স্পেশাল অফিসারের সঙ্গে ছিলেন না। তিনি বিবেকানন্দের বাড়ির কাছে ছিলেন। গোলমালের কথা জানার পর তিনি যখন মহম্মদ আলি পার্কের দিকে যান, ততক্ষণে গোলমাল মিটে গিয়েছে। যুব মোর্চার আইনজীবী এরপর আদালতের কাছে বাইক মিছিলের নিরাপত্তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানান। এই প্রস্তাব নিয়ে দুই বিচারপতির আলোচনার মধ্যে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, রাজ্য পুলিশের একটি বড়ো অংশ গঙ্গাসাগর মেলায় নিরাপত্তা রক্ষার কাজে ব্যস্ত। তার ফলে বাইক মিছিলের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন সম্ভব হচ্ছে না। আদালতকে তিনি বলেন, আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন নেই। গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার পর মিছিলের অনুমতি দিলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। ডিভিশন বেঞ্চ এরপর বলে, স্পেশাল অফিসার ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ ও যুব মোর্চার নেতাদের সঙ্গে কথা বলে বাইক র‍্যালির রুট চূড়ান্ত করবে।

খুদে বিলেদের খেলা। *বাঁকুড়ায় রূপেশ খানের তোলা ছবি।*

তারাপীঠে বন্ধ করা হল মায়ের স্নান দর্শন

রামপুরহাট ও সিউড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ দেড় হাজার বছরের প্রথা ভাঙল তারাপীঠ। এবার থেকে আর মা তারার স্নান দর্শন দেখতে পাবেন না পুণ্যার্থীরা। সোমবার থেকে এই নিয়ম চালু হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দেন মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় ও ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়।

কথিত আছে, দেড় হাজার বছর আগে বণিক জয় দত্ত সওদাগর তারাপীঠ মহাশ্মশানে শেতশীমূল গাছের নীচে থেকে মা তারার শীলামূর্তি উদ্ধার করে সেখানেই প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রানি ভবানী মায়ের বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মা তারাকে শ্মশান থেকে সেই মন্দিরে নিয়ে যান। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ তারাপীঠের অনেক স্মৃতি হারিয়ে গিয়েছে। এবার রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ মায়ের স্নান দর্শন বন্ধ করল। শুক্রবার তারাপীঠে সাংবাদিক সম্মেলন করে মন্দির কমিটির তরফে সেই বার্তাই দেওয়া হয়। সেখানেই কমিটির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'চিরাচরিত প্রথা মেনে ভোরবেলা মা তারাকে স্নান করিয়ে রাজবেশ পড়িয়ে মন্দিরের দরজা পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হত। পুণ্যার্থীরা মনে করলে নিজে হাতে মাকে স্নান করাতে পারতেন এতদিন। কিন্তু দিনের পর দিন তারাপীঠে পুণ্যার্থীদের চাপ বেড়ে যাওয়ায় ওই নিয়ম বাতিল করা হল।' কারণ হিসাবে তারাময়বাবু বলেন, 'পুণ্যার্থীরা নিজের হাতে স্নান করানোর ফলে প্রায় দেড় দুইঘণ্টা সময় ব্যয় হত। ততক্ষণ বন্ধ থাকত মন্দিরের দরজা। বহু পুণ্যার্থীকে এর জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। পুণ্যার্থীদের জন্য স্নান দর্শন বন্ধ করলে সেই সময় অনেকটা সাশ্রয় হবে।' সোমবার থেকে মন্দিরের নির্দিষ্ট সেবাইত মায়ের স্নান করাবেন। তারপরই মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে। মন্দিরের সম্পাদক ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মা তারাকে স্নান করার থেকে পুজো দেওয়ার পুণ্যার্থী বেশি। তাই পুণ্যার্থীদের কষ্ট কমাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' মন্দির কমিটির এই সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ বলেছেন পুণ্যার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে মনস্কামনা করে শাড়ি বিভিন্ন অলংকার নিয়ে এসে মাকে স্নান করিয়ে নিজে হাতে পরিয়ে দেন। এই নিয়মের ফলে তারা বঞ্চিত হবেন। আবার কেউ এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। লিলুয়া থেকে পুজো দিতে আসা সাগর দে বলেন, 'মন্দির কমিটির সিদ্ধান্ত সঠিক। কারণ মায়ের স্নান দর্শন উচিত নয়।' দুর্গাপুর থাকে পুজো দিতে আশা মিনা দে বলেন, 'এর আগে আমি বহুবার স্নান করিয়েছি। অনেক পুণ্যার্থীর এখনও তাদের মনস্কামনা পূরণ হয়নি। ফলে মন্দির কমিটি চিরাচরিত প্রথা ভাঙা ঠিক হয়নি।'

তারাপীঠের মা তারা। ছবি ঃ তথাগত চক্রবর্তী

ধস মেরামতের দাবিতে সরব

দুবরাজপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ কয়েক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় তৈরি হওয়া রাস্তার ৫০০ মিটার ধসে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের পাঁচড়া পঞ্চায়েতের পারুল বোনা গ্রামে। এর জেরে সমস্যায় পড়েছেন প্রায় ১৫টি গ্রামের বাসিন্দা। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না। তাই শীঘ্রই ওই ৫০০ মিটার রাস্তা মেরামতের দাবিতে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। তাই বীরভূম জেলার সভাধিপতির দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। গ্রামের পড়ুয়াদের পুলকারে করে প্রায় ৮ কিমি দূরে স্কুলে যেতে হয়। কিন্তু রাস্তার বেহাল দশায় পুলকার ঢুকতে পারছে না। তাই পড়ুয়াদের স্কুলে যাওয়া শিকেয় উঠেছে। বাসিন্দারা জানান, পাঁচড়া পঞ্চায়েতের প্রধান ও খয়রাসোলের বিডিওকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। এর জেড়ে ১৫টি গ্রামের বাসিন্দা সমস্যায় পড়েছেন। তাদের দাবি–দ্রুত রাস্তা মেরামত করা হোক। পাঁচড়া পঞ্চায়েতের প্রধান সোনালী বকসি জানান, বিষয়টি তাঁর এক্তিয়ার বহির্ভূত। তিনি বিষয়টি বিডিওর নজরে এনেছেন। খয়রাশোল বিডিও সঞ্জয় দাস জানান, রাস্তাটির বেহাল অবস্থার কথা শুনেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। ওই রাস্তাটির মেরামতির কাজ করবে জেলা পরিষদ। আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছি। বীরভুম জেলার সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'রাস্তা ধসে মানুষের অসুবিধার কথা আমাকে কেউই জানায়নি। আমি আপনার কাছেই শুনলাম। আমি বিষয়টি তদন্ত করে সত্বর রিপোর্ট দিতে বলছি সংশ্লিষ্ট বিডিওকে।'

বাইক আরোহীর মৃত্যু

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকার মুখার্জিপাড়ায় এক পথ দুর্ঘটনায় হেলমেটবিহীন বাইকআরোহী কামারুজ্জামান পিয়াদার মৃত্যু হয়। এদিন রাতে জীবনতলা থেকে এক সঙ্গীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন কামারুজ্জামান। রাস্তার পাশে জড়ো করা নির্মাণসামগ্রীতে ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে যান তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভরতি করেন। সেখানেই কামারুজ্জামানকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা কেউই হেলমেট পরেননি।

সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ হাজার কোটি টাকা

পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের আশ্বাস আদানির

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিরোধ এখন ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম উপাদান। বিভিন্ন সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে শুধু প্রধানমন্ত্রীকেই আক্রমণ করেছেন তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণের নিশানায় এসেছেন। তেমনই এক শিল্পপতি গৌতম আদানি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা কারও অজানা নয়। সেই গৌতম আদানি এবার পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আদানি গোষ্ঠী এরাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনের আগে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আদানির এই সিদ্ধান্ত ইতিবাচক বার্তা বলেই মনে করছে শিল্পমহল। ১৬–১৭ জানুয়ারি নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি উপস্থিত থাকবেন না বলে জানা গিয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে গৌতম আদানি নবান্নে চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু শিল্প সম্মেলনে তিনি উপস্থিত থাকবেন কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এবার শিল্প সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের মূল স্লোগান 'বেঙ্গল মিনস বিজনেস'। সেই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশ–বিদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। বিশিষ্ট শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তলকে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এছাড়া চেক প্রজাতন্ত্র, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, পোল্যান্ড এবং আমেরিকা ও রাশিয়া সহ ২৩টি দেশের প্রতিনিধিদের শিল্প সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা। তার আগে আদানির এই বার্তা নবান্নকে উৎসাহিত করে তুলেছে। এর আগে আদানি–উইলমার লিমিটেড হলদিয়ায় ভোজ্য তেল উৎপাদন ও প্যাকেজিং ইউনিট গড়েছে। এবার আদানি গোষ্ঠীর পরিকল্পনা সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে বিনিয়োগ করা।

টুসুতে মাতোয়ারা পুরুলিয়াবাসী

পুরুলিয়া, ১২ জানুয়ারি ঃ আসন্ন মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মেতে উঠছে সারা পুরুলিয়ার মানুষ। এই দিনই সারা পুরুলিয়াজুড়ে পালিত হয় টুসু উৎসব। শনিবার রাতে হবে টুসুর জাগরণ। টুসুর গান গেয়ে সারা রাত জাগবে আট থেকে আশি। টুসু হলেন পুরুলিয়ার এক লৌকিকদেবী। সাধারণভাবে এই দেবীর আরাধনা করে থাকেন মহিলারা। পুরুলিয়ার লোক গবেষক সুভাষ রায়ের কথায়, টুসুকে জেলার কৃষক শ্রেণি শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে করেন। টুসু হলেন দেবী লক্ষ্মীর আরেক রূপ। অগ্রহায়ণ মাসে জমি থেকে আমন ধান ঘরে তোলার পর চাষিরা চাপ মুক্ত হন। ধান রূপী দেবী লক্ষ্মী ঘরে আসার পর কৃষক পরিবারগুলি খুশিতে ভরে ওঠে। টুসু পরবের সূচনা কবে হয়েছে তার সঠিক তথ্য কোনো সূত্র থেকে না পাওয়া গেলেও সুভাষবাবু বলেন, ধানের খোসাকে পুরুলিয়ার ভাষায় 'তুষ' বলা হয়। এই তুষ শব্দটির থেকেই 'টুসু' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসে ঘরে ধান আসার পরই পৌষের প্রথম দিন অর্থাৎ পয়লা পৌষ চাষা পরিবারের ঘরে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় মাটির একটি সরাতে নতুন ধানের খোসা অর্থাৎ তুষ এবং তার উপরে গোবরের ৭টি মণ্ড রেখে তাতে সিঁদুরের পাঁচটি কিংবা সাতটি দাগ কেটে অন্য আরেকটি সরা দিয়ে তা ঢেকে দেওয়া হয়। সারা পৌষ মাসজুড়ে তাকে শষ্য দেবী জ্ঞানে পরিবারের মহিলারা আরাধানা করে থাকেন। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সন্ধ্যা নামার পর থেকেই টুসুর বিশেষ আরাধনা শুরু করেন মহিলারা। সারা রাতে ধরে চলে 'টুসুর জাগরণ'। এদিন টুসু গানের মধ্য দিয়ে রাতভর পুজিতা হন টুসুদেবী। সামনে রাখা হয় বাঁশের কঞ্চি, পাটের কাঠি, রঙিন কাগজ ও কৃত্রিম ফুল দিয়ে সজ্জিত মন্দিরের আদলে তৈরি একটি কাঠামো। যাকে বলা হয় 'চৌডল'। এর মধ্যেই রাখা হয় মা টুসু দেবীকে। টুসু গান পুরুলিয়ার লোকায়ত জীবনের অন্যতম অঙ্গ। মানুষের সুখ, দুঃখ, পাওয়া না পাওয়া বা দৈনন্দিন জীবনের নানা কাহিনি ফুটে ওঠে টুসু গানের মাধ্যমে। অতীতে পুরান বিষয়ক, সামাজিক এবং রসাত্মক টুসু গানের প্রচলন ছিল বেশি। বর্তমানে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে রচিত হচ্ছে টুসুগান। এমনকি রাজনীতির ছোঁয়াও পাওয়া যাচ্ছে এই গানে। গত কয়েক বছর ধরে টুসু গানে স্থান পেয়েছে কন্যাশ্রী ও সবুজসাথীর মতো বিষয়গুলি। বাদ যায়নি দু–টাকা কেজি দরের চাল বিলির প্রকল্প। জেলার বিভিন্ন হাটবাজার ও পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ডে সেইসব গানের ছোটো ছোটো পুস্তিকা বিক্রি হচ্ছে। টুসুর জাগরণের পরের দিন সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় চৌডলের মেলা। দূর দূরান্ত থেকে রঙিন চৌডলের মধ্যে দেবী টুসুকে নিয়ে জলাশয়ের পথে রওনা দেন মহিলারা। গান করতে করতে গ্রামের আলপথ ধরে রওনা দেন তারা। এরপর নদী ও বড়ো জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয় টুসুকে। এই টুসু বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বিরাট মেলা হয়ে থাকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। এরমধ্যে বিখ্যাত আড়শার দেউলঘাটা তুলিনের সুবর্ণরেখা নদীর ধারে টুসু মেলা, মহাদেব বেড়া প্রভৃতি। বিদেশিদেরও দেখতে পাওয়া যায় এই মেলাগুলিতে। আধুনিক বিনোদন অনেক কিছু কেড়ে নিলেও পুরুলিয়ার টুসু এখনও নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে অমলিন।

নানা রংয়ে সেজেছে টুসুর চৌডল।–অনির্বান ব্যানার্জি

জগত্তারিণী পদক

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে জগত্তারিণী পদক দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁকে এই পদক দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। অসুস্থতার কারণে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারেননি আনিসুজ্জামান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দু–বছর অন্তর জগত্তারিণী পদক দিয়ে থাকে। আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'আগে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি এই পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার নাম যুক্ত হওয়ায় আমি গর্বিত।' প্রয়াত শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মা জগত্তারিণী দেবীর নামে ১৯২১ সালে এই পদক দেওয়া শুরু হয়। সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। তারপর প্রমথ চৌধুরি, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ বাংলা সাহিত্যের বহু বিশিষ্ট লেখককে এই সম্মান জানানো হয়। আনিসুজ্জামান শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণার পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়েও গবেষণা করেছেন। গবেষণা গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অনুবাদ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ২০১৫ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার দিয়েছিল। ২০১৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ খেতাবে ভূষিত করে।

তীর্থযাত্রীর মৃত্যু

বর্ধমান, ১২ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর যাবার পথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক তীর্থযাত্রীর। মৃত ব্যক্তির নাম মানিকচাঁদ শর্মা (৭২)। তাঁর বাড়ি রাজস্থানের সতীপুরায়। তাঁর ছেলে বিজয়কুমার শর্মা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে রাজস্থানের কোটা থেকে তাঁরা ৩০ জন যাত্রী তীর্থস্থান ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন। কয়েকটি তীর্থস্থান ঘুরে বৃহস্পতিবার তাঁরা গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ওইদিন দুপুরে বর্ধনের উপর দিয়ে যাবার সময় তাঁর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রংদার রোববার

পাখি–মানুষ

কৈশোর থেকেই যশপাল নেগী প্রকৃতিপ্রেমী। গাড়োয়ালের কাঁকরাগাদ অঞ্চলে গড়ে তোলেন বার্ড ওয়াচার্স ক্যাম্প। সেই পাখি–মানুষের কথা **অভিজিৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কলমে**

রবি আলো ঃ দশ হাজার টাকায় শৈশবে সায়নকে বেচে দিয়েছিল তার বাবা–মা। সে টাকায় কিনেছিল ওয়াশিং মেশিন। **সাগরিকা রায়ের গল্প 'ফ্রেশ মাল'**।

অনুপ ঘোষালের ধারাবাহিক উপন্যাস ঃ **শেষ পারানির কড়ি**। এ ছাড়াও খেলতে খেলতে, ইচ্ছে উড়ান, বইতরণী, অণুগল্প, কবিতা, প্রথম, ইচ্ছেডানা, ঘেঁটে ঘ, টেলিস্কোপ।